দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 MAY
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে শিক্ষাঙ্গনে ক্ষোভ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর শিক্ষকরা আন্দোলনে নামছেন

মোহাম্মদ আবদুর রহিম ঃ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ১০ ভাগ বর্ধিত বেতন দেয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীরব। অপরদিকে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি বিভিন্ন কমিটি গঠন করে অবাধ ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা ও স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নেয়ায় সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারা আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর আন্দোলনে নামতে শিক্ষক সমিতিসমূহের ওপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করছে। (১৫-এর পৃষ্ঠার ১-এর কঃ দেখুন)

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর শিক্ষকরা আন্দোলনে নামছেন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে শিক্ষক সমাজকে উৎসাহিত করছে। পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নানানভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টা করতে গিয়ে নানাবিধ সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব প্রায় দুই মেরুতে অবস্থান করছেন। শিক্ষা সচিব শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কমিটি গঠন করে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাসের হারের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল, শিক্ষক ছাটাই এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার কথাও প্রচারিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব করার জন্য জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা কমিটি এবং জেলা পর্যায়ে, সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ কমিটি গঠন করে ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে। এভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে শোকজ করাসহ নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কমিটি গঠন করে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। আর একারণেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারা মন্ত্রণালয়ের এসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে শিক্ষক সমিতি সমূহের উপর চাপ প্রয়োগ করছে। এমতাবস্থায় শিক্ষক সমিতি সমূহ বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদেরকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর আন্দোলনে নামার কথা বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু শিক্ষক সংগঠন আন্দোলনে নামার বিষয়ে বড় শিক্ষক সংগঠন সমূহের সিদ্ধান্তের প্রতি নজর রাখছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ও জেলা এবং উপজেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা কমিটি নামে দুটি পৃথক কমিটি গঠন করে ৪০টি বিষয়ের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। জেলা কমিটির উপরও ২/১টি ব্যতিক্রম ছাড়া একই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ কমিটি গঠনের মাধ্যমে একজন এমপিকে একজন জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে ফেলা হয়েছে এবং শিক্ষকদের ছুটি দেয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করা হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের উপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পাচ্ছে। আবার জেলা পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ কমিটি গঠনের মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর ম্যানেজিং কমিটির স্থলে নিয়োগ কমিটির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করায় ম্যানেজিং কমিটিসমূহ ক্ষুব্ধ। একই সাথে বেসরকারী শিক্ষকদেরকে ছুটি কমিয়ে কথা বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষক মহল ও ম্যানেজিং কমিটিকে ক্ষেপিয়ে আন্দোলনমুখী করেছে।

অপরদিকে গত ১ যুগেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সার্ভিস রুল বাস্তবায়িত না হওয়ায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন অনেক পূর্বেই আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে।

বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাইমারী শিক্ষক সমিতি চাকরি জাতীয় করণের জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে লাগাতার কর্মসূচীর মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব সেলিম ভূঁইয়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্প্রতি ঘোষিত কমিটি ও সিদ্ধান্তকে সামঞ্জস্যহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষক মহল এবং ম্যানেজিং কমিটি ক্ষুব্ধ। এ অবস্থা অব্যাহত রাখলে শিক্ষকদেরকে আন্দোলন থেকে ফেরানো যাবে না।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল কাজী ফারুক আহমেদ বলেছেন, পরীক্ষার ফল বিপর্যয় শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা। হঠাৎ করে পুঞ্জিভূত সমস্যার দায়ভার শিক্ষকদের বর্তানোর কোন যুক্তি নেই। এ অবস্থার জন্য দায়ী শিক্ষক প্রশাসন, ম্যানেজিং কমিটি, মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগসমূহ। এ বিষয়ে সকলকে সমভাবে জবাবদিহিতা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, শিক্ষক ছাটাই এ সমস্যার সমাধান নয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে হলে দরকার শিক্ষা ও পরীক্ষা সংস্কার। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তালগোল পাকানো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শিক্ষা সচিবকে দায়ী করেছে। উল্লেখ্য, এসবের প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আন্দোলনের কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে চূড়ান্ত আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম বলেছেন, পাবলিক পরীক্ষায় ছাত্র পাস না করায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শো-কজ ও আগামী এক বছরের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ফলাফল সন্তোষজনক অবস্থায় না পৌঁছিলে এমপিও বাতিল সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারকে বিভ্রান্তকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমিতির নেতৃবৃন্দ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শো-কজ ও এমপিও বাতিলের সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবী জানান এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি ছাত্রও পাস না করলে শিক্ষকগণের চাকরি যাবেনা, এমপিও বাতিল করা হবে না মর্মে সরকারী সার্কুলার জারী করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

এভাবে বেসরকারী শিক্ষার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু অযৌক্তিক, কিছু অপ্রয়োজনীয় এবং অসময়োচিত ও একতরফা সিদ্ধান্তের কারণে সরকার সমর্থিত শিক্ষক সংগঠন সমূহকেও আন্দোলনমুখী করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় সমিতির অস্তিত্ব রক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর শিক্ষক সমিতিসমূহের সামনে আন্দোলনের বিকল্প থাকবে না।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাবিদদের মতে যেসব কারণে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে খড়্গ তুলানো হয়েছে তার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এককভাবে দায়ী নয়। বরং শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি শিক্ষা বিভাগই এজন্য কমবেশী দায়ী। তাছাড়া এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে এবং চাকরি দেয়ার ক্ষেত্রে পাসের হার কোন শর্ত নয়। কারণ অনেক সরকারী কলেজে পাসের হার শূন্য। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের চাকরি চ্যুতি ও বেতন বন্ধের প্রশ্ন আসে না। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে একই বিষয়ে ভিন্ন নিয়ম যুক্তিযুক্ত নয়।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ধীর সুস্থে এগুতে হবে। নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটতে পারে।